JUL 10 2

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক জনকণ্ঠ

লেটার গ্রেডিং সিস্টেমে এসএসসির ফল হিতে বিপরীত হওয়ার আশঙ্কা !

শরিফুজ্জামান পিন্টু

লেটার গ্রেডিং সিস্টেমে এসএসসির ফল প্রকাশ করতে গিয়ে হিতে বিপরীত হবার আশঙ্কা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকসহ বিভিন্ন মহলের প্রস্তাব, পরামর্শ বা সুপারিশ উপেক্ষা করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারি করা প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী গ্রেডিং সিস্টেমে ফল প্রকাশের প্রস্তুতি অব্যাহত রয়েছে। গ্রেডিং সিস্টেমে ফল প্রকাশের সিদ্ধান্তকে প্রায় সবাই এক বাক্যে সাধুবাদ জানালেও এ সিস্টেমের রূপরেখা সম্পর্কে প্রশ্ন ও আপত্তি উঠেছে। গত ১৫ মার্চ এসএসসি পরীক্ষা শুরুর দু'তিন দিন আগে এত বড় একটি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে তড়িঘড়ি করে প্রজ্ঞাপন জারি করা

(২- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

লেটার গ্রেডিং সিস্টেম

(প্রথম পাতার পর)

হয়। এসএসসির ফল প্রকাশের সময় যত এগিয়ে আসছে ততই গ্রেডিং সিস্টেমের রূপরেখা সম্পর্কে সমালোচনা ও বিতর্ক বাড়ছে।

গ্রেডিং সিস্টেমের বিভিন্ন অসঙ্গতি চিহ্নিত করা হলেও দু'টি দিক বিশেষভাবে সমালোচিত হচ্ছে। প্রথমটি হচ্ছে বিদ্যমান গ্রেডিং সিস্টেমে চতুর্থ বিষয়ের নম্বর যোগ হবে না। এর বিরুদ্ধে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের এক অভিভাবক আদালতের আশ্রয় নিয়েছেন। ঐ অভিভাবকের বক্তব্য হচ্ছে, তাঁর পুত্র দু'টি বছর চতুর্থ বিষয়ে লেখাপড়া করেছে, ফিস দিয়েছে এবং পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। হঠাৎ করে চতুর্থ বিষয়ের নম্বর যোগ হবে না বলে ঘোষণা দেয়ায় তাঁর পুত্র ভাল ফল থেকে বঞ্চিত হবে। হাইকোর্ট অভিভাবকের এই বক্তব্য আমলে নিয়ে গ্রেডিং পদ্ধতি বাতিল করে আগের নিয়মে কেন ফল প্রকাশের নির্দেশ দেয়া হবে না মর্মে সরকারের প্রতি রুলনিশি জারি করেছে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর আবদুল হামিদ বলেন, বোর্ডের লিগ্যাল এ্যাডভাইজার হাইকোর্ট থেকে কাগজপত্র তুলেছেন। বোর্ডের পক্ষ থেকে জবাব দেবার প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। এসএসসির ফল প্রকাশ সম্পর্কে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বলেন, চলতি জুনের মধ্যে ফল প্রকাশ করা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সব জায়গা থেকে এখনও নম্বর আসেনি। বোর্ডের পক্ষ থেকে টেলিগ্রাম করা হচ্ছে। গ্রেডিং সিস্টেম সম্পর্কে সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে এ সিস্টেম গ্রহণ করা হয়েছে।

গ্রেডিং সিস্টেমে চতুর্থ বিষয়ের নম্বর যোগ না হবার বিষয়টি শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। যে বিষয়ে বেশি নম্বর ওঠে সেটিই সাধারণত ছাত্রছাত্রীরা চতুর্থ বিষয় হিসাবে নিয়েছে। পরীক্ষা শেষ হবার পর চতুর্থ বিষয়ের নম্বর যোগ হবে না জানতে পেরে তাদের এখন মাথায় হাত অবস্থা।

গ্রেডিং সিস্টেমের আরেকটি বড় ত্রুটি হিসাবে নম্বর অনুযায়ী গ্রেডের বিভক্তিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এসএসসি পরীক্ষায় গ্রেডিং সিস্টেম চালুর ক্ষেত্রে নম্বরের ব্যবধান কমিয়ে আনার সুস্পষ্ট সুপারিশ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. এম রিজওয়ান খান বলেন, বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতিতে প্রতিবিষয়ে ৬০ নম্বর পেতে যে মেধা ও পরিশ্রমের প্রয়োজন, তা অপেক্ষা ৭০ বা তার চেয়ে বেশি পেতে অধিক মেধা ও পরিশ্রম প্রয়োজন। আর ৮০ বা তার চেয়ে বেশি পেতে একজন শিক্ষার্থীর খাটুনি প্রচুর বেড়ে যায়। বিদ্যমান গ্রেডিং সিস্টেমে একজন মেধাবী শিক্ষার্থী হঠাৎ কোন কারণে একটি নম্বরের অভাবে ৮০ নম্বরের পরিবর্তে ৭৯ পেলে গ্রেড পদ্ধতিতে তার মূল্যায়ন ৬০ নম্বর প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সমতুল্য হবে। এছাড়া নতুন গ্রেড পদ্ধতিতে একজন মেধাবী ছাত্র কম মেধাবীর তুলনায় অবমূল্যায়নের শিকার হবে। দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বলেন, একজন ছাত্র নয়টি বিষয়ে ৭৯ এবং একটি বিষয়ে ৫৯ পেল। এতে তার মোট প্রাপ্ত নম্বর হবে ৭৭০— যা পূর্বের স্টার নম্বর বা ৭৫০-এর অধিক। কিন্তু প্রস্তাবিত গ্রেডিং সিস্টেমে ঐ ছাত্রের গ্রেড পয়েন্ট হবে ৯×৪+১×৩ =৩৯ এবং তার গ্রেড পয়েন্টের গড় হবে ৩৯÷১০ =.৩.৯। এখন এই ছাত্রটির চেয়ে আরেকজন কম মেধাবী ছাত্র প্রতিবিষয়ে ৬০ নম্বর পেলে তার মোট নম্বর হবে ৬০০ এবং তার গ্রেড পয়েন্টের গড় হবে ৪০÷১০ = ৪.০। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, প্রস্তাবিত গ্রেডিং সিস্টেমে
৭৭০ নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রটি (এ যাবত যাকে স্টার নম্বরপ্রাপ্ত বল
হতো) ৬০০ নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রের তুলনায় কম মেধাবী বলে
বিবেচিত হবে। কারণ ৭৭০ পেলেও পূর্বের ছাত্রের গ্রেড
পয়েন্টের গড় হয়েছে ৩.৯ এবং ৬০০ পেলেও পরবর্তী
ছাত্রের গ্রেড পয়েন্টের গড় হয়েছে ৪.০। ফলে কলেজ
বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রেড পয়েন্টের ভিত্তিতে ভর্তি করলে ৬০০
নম্বর প্রাপ্ত অগ্রাধিকার পাবে এবং ৭৭০ নম্বর প্রাপ্ত তা
তুলনায় কম মেধাবী বলে বিবেচিত হবে।

শুধু তাই নয়, বিদ্যমান নিয়মে ৬০ থেকে ৭৯ নম্বর পে
কেউ যদি 'এ' গ্রেড পায় তা একজন ছাত্রকে ৬০ নম্বরে
পরিবর্তে ৭০ বা ৭৫ পাওয়ার প্রচেষ্টা থেকে বিরত রাখবে
এই পরিপ্রেক্ষিতে ড. এম রিজওয়ান খান মনে করেন
বিভিন্ন লেটার গ্রেডের জন্য নম্বরের বিস্তার অবশ্যই কমা

(এ মাইনাস), ৬৫ থেকে ৭০-এর কম পেলে বি+ (বি প্ল
প্রভৃতি ধাপে ধাপে ব্যবধান ৫ নম্বর।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপারিশ হচ্ছে, বুয়েটে বি
গ্রেডের মধ্যে ৫ নম্বরের ব্যবধান রাখা হলেও এসএসসি
এইচএসসির ক্ষেত্রে এই ব্যবধান ১০ নম্বর পর্যন্ত সহনশী
কিন্তু তার চেয়ে বেশি হলে মেধার অবমূল্যায়ন হবে
ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনায় নিরুৎসাহিত হবে। বিশেষ
বিদ্যমান গ্রেডিং সিস্টেমে ৬০ থেকে ৭৯ নম্বরের যে বি
ব্যবধান তা ভেঙ্গে ৬০ থেকে ৬৯ নম্বরের জন্য গ্রেড এ-
মাইনাস) ও গ্রেড পয়েন্ট ৪.০ করা এবং ৭০ থেকে
নম্বরের জন্য গ্রেড 'এ' ও গ্রেড পয়েন্ট ৫.০ করার সুপ
করা হয়েছে। আর ৮০ থেকে ১০০ পেলে এ+ (এ
এবং গ্রেড পয়েন্ট ৬.০ নির্ধারণের প্রস্তাব রাখা হয়ে
এভাবে ৫০ থেকে ৫৯ পেলে 'বি' গ্রেড, ৪০ থেকে
পেলে 'সি' গ্রেড, ৩৩ থেকে ৩৯ পেলে 'ডি' গ্রেড এবং
থেকে ৩২ পেলে 'এফ' গ্রেড প্রদানের প্রস্তাব এসে
বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের এফ, ডি, সি এবং বি গ্রেডে নম্ব
ব্যবধান সম্পর্কে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের তেমন
আপত্তি নেই। প্রধান আপত্তি ৬০ থেকে ৭৯ নম্বরের বি
ব্যবধান কমিয়ে দু'টি ধাপে পুনর্বিন্যাস করা।

হলিক্রস কলেজের সাবেক প্রভাষিকা উম্মে কুল
প্রকৌশলী মোঃ মজিবুর রহমান, কুমিল্লার লাকসাম
হাওলা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আবু
হিলালী জনকণ্ঠে পাঠানো এক চিঠিতে বলেন,
সিস্টেমে এ+ (এ প্লাস) এবং এ গ্রেডের মধ্যে ২০০ ন
পার্থক্য দেখানো হয়েছে— যা খুবই অযৌক্তিক। এ
চতুর্থ বিষয়ের নম্বর মূল ফলের সঙ্গে আগের মতো
করার ব্যবস্থা করার জন্য তাঁরা বিশেষভাবে অন
জান